5.10 পরিচিতিজাত জ্ঞান ও বর্ণনাজাত জ্ঞান

রাসেল তাঁর Problems of Philosophy গ্রন্থে দু-ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন— **পরিচিতিজাত জ্ঞান** ও **বর্ণনাজাত জ্ঞান**। এই দু-ধরনের জ্ঞানের আলোচনা করার আগে আমরা দেখব কেন রাসেল এই দু-ধরনের জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং জ্ঞানের এই বিভাজনের ব্যাপারে রাসেল কি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো দার্শনিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আমরা জানি জ্ঞানসংক্রান্ত অনুসন্ধান দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আর এই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে দার্শনিকরা প্রাথমিক ভাবে যে প্রশ্নের মুখমুখি হন তা হল—জ্ঞানের যাত্রাবিন্দু ঠিক কোথায়, আমরা যখন কোনো বিষয় বা বস্তুকে জানি তখন আমাদের জানার বা জ্ঞানের শুরু (starting point) ঠিক কোথা থেকে হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দার্শনিকরা দু-দলে বিভক্ত হন। একদল দার্শনিক বলেন জ্ঞানের শুরু হয়, যখন কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন মাত্রই ওই বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে প্রাক্-অবধারণগত (pre-judgmental) অনুভূতি হয় সেখান থেকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে জ্ঞানের সূত্রপাত হয় প্রাক্-অবধারণগত স্তর থেকে। এঁরা হলেন বস্তুবাদী দার্শনিক। আর এক দল দার্শনিক, ভাববাদী দার্শনিকরা বলেন, জ্ঞানের শুরু হয় অবধারণগত স্তর (judgmental state) থেকে। নব্যবস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে রাসেল মনে করেন জ্ঞানের যাত্রাবিন্দু বা একক (unit) হল প্রাক্-অবধারণগত স্তর যেখানে জ্ঞানের বিষয় বা বস্তুটি কোনো অবিশিষ্ট বিশেষণ মুক্ত বস্তু যাতে কোনো ধর্ম আরোপিত হয় না।

আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম রাসেল কেন **পরিচিতিজাত জ্ঞান** ও **বর্ণনাজাত জ্ঞানের** পার্থক্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এর উত্তরে এখন আমরা বলতে পারি—তিনি আসলে জ্ঞানের যাত্রাবিন্দু বা এককের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এখন দেখব, জ্ঞানের এই দুই বিভাজনের ব্যাপারে রাসেল কি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো দার্শনিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে পাব রাসেলের আগে অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক জ্ঞানের যাত্রাবিন্দু হিসাবে প্রাক্-অবধারণগত স্তরকেই মেনে নিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হবহাউস (Hobhouse) ও জেম্‌স (W. James)। জ্ঞানের একক বা যাত্রাবিন্দুকে হবহাউস সরল বা অযৌগিক উপলব্ধি বলেছেন। এই সরল উপলব্ধি (Simple apprehension) হল লক যাকে সংবেদন (sensation), বার্কলে যাকে প্রত্যক্ষণ (perception) বা হিউম যাকে মুদ্রণ (impression) বলেছেন। তবে মনে হয় রাসেল জ্ঞানের এই বিভাজনের ব্যাপারে মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন ইউলিয়াম জেম্‌স-এর দ্বারা। জেম্‌স 'Principles of Psychology' গ্রন্থে জ্ঞানকে দু-ভাগে ভাগ করেন, **পরিচিতিজাত জ্ঞান** (knowledge by acquentance) ও বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান (knowledge about)। জেম্‌স-এর মতে আমাদের সংবেদন একটা জ্ঞানীয় ক্রিয়া (cognitive function) সম্পাদন করে যার দরুন আমাদের বস্তু-স্বরূপের সাক্ষাৎপ্রতীতি বা অবগতি হয়। এই জ্ঞানকেই জেম্‌স 'পরিচিতিজাত জ্ঞান' বলেছেন। এই জ্ঞান বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের থেকে পৃথক এই অর্থে যে পরিচিতিজাত জ্ঞান পুরোপুরি সংবেদনগত (sensational)। কিন্তু বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান প্রত্যয়গত (conceptual)। জেম্‌স-এর মতে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান অনন্যভাবে (exclusively) শুরু হয় সংবেদন থেকে, সংবেদনজাত জ্ঞানই জ্ঞানের একক।

Scanned with CamScanner

5.10.1 পরিচিতিজাত জ্ঞান (Knowledge by acquaintance)

রাসেল, জেম্‌স উদ্ভাবিত জ্ঞানের এই বিভাজন গ্রহণ করেন এবং 'Problems of Philosophy' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি **পরিচিতিজাত জ্ঞানকে** সাক্ষাৎপ্রতীতি (সরাসরি অবগতি, direct awareness) বলে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে অনুমানের মধ্যস্থতার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমার সামনের টেবিলটি সম্পর্কে যখন আমার পরিচিতিজাত জ্ঞান হয় তখন আমি টেবিলটি সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে, সরাসরিভাবে যা জানতে পারি তা হল টেবিলটির বর্ণ, আকার, কাঠিন্য, মসৃণতা ইত্যাদি যেগুলোকে রাসেল বলেছেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense-data) বা ইন্দ্রিয় সরাসরিভাবে যা গ্রহণ করে। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে সরাসরি বা তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থিত হয় এবং এগুলো পরিচিতিজাত জ্ঞানের বিষয় গঠন করে।

কী জাতীয় পদার্থ **পরিচিতিজাত জ্ঞানের** বিষয় হতে পারে? রাসেল বলেন—

> *We have acquaintance (1) in sensation with the data of outer senses [colour, shape, smoothness etc.] (2) in introspection with the data of what we may be called the inner sense—thoughts, feelings, desires etc; we have acquaintance, (3) in memory with things which have been data either of the outer senses or of the inner sense.*

আমাদের সাক্ষাৎপ্রতীতি হয় : (১) সংবেদনে-বহিরিন্দ্রিয়জাত ইন্দ্রিয়োপাত্তের বর্ণ, আকার, মসৃণতা ইত্যাদির, (২) অন্তর্দর্শনে—যাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা যায় তার থেকে পাওয়া ইন্দ্রিয়োপাত্তের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি মানস অবস্থার, (৩) স্মরণে—পূর্বে যেগুলি ছিল বহিরিন্দ্রের বা অন্তরিন্দ্রেয়ের সাক্ষাৎ বিষয়, ইন্দ্রিয়োপত্ত, তার। রাসেল এক্ষেত্রে মনে করেন, অতীতে কোনো ভাবে যা আমাদের বহিরিন্দ্রের বা অন্তরিন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিল তাই আমরা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে স্মরণ করতে পারি। আর যা আমরা স্মরণ করতে পারি তার সাক্ষাৎপ্রতীতি আমাদের হয়।

রাসেল বলেন—এছাড়া সামান্য (universals) সম্পর্কেও যেমন শ্বেতত্ব, পূর্ববর্তিতা (before-ness), ভিন্নতা (diversity) ইত্যাদি সম্পর্কেও আমাদের সাক্ষাৎপ্রতীতি হতে পারে। একটা ইন্দ্রয়োপাত্ত আর-একটি ইন্দ্রিয়োপাত্তের পূর্বে—এই অভিজ্ঞতা যখন আমাদের হয় তখন আমাদের 'পূর্ব' (before)—এই সম্বন্ধের সামান্য ধারণার সাক্ষাৎপ্রতীতি হয়। রাসেলের মতে সামান্য হল প্রত্যয় (concept) যেমন 'শ্বেতত্ব'—এই সামান্য ধারণা তৈরি হয় কিছু শ্বেত বস্তু, যেমন সাদা ঘোড়া, সাদা গোরু, সাদা কাগজ ইত্যাদি দেখার পর। কিন্তু শ্বেতত্ব-কে আমরা ইন্দ্রিয়ে পাই না, পাই আমাদের বোধে। আর যা বোধের সাহায্যে পাওয়া যায় তা স্পষ্টতই প্রত্যয়। তাহলে রাসেল মনে করেন, ইন্দ্রিয়োপাত্ত যার অস্তিত্ব আছে, যা বিশেষ তা যেমন পরিচিতিজাত জ্ঞানের বিষয় হতে পারে তেমনি প্রত্যয় যা আমাদের মনের বিমূর্ত ধারণা তাও পরিচিতিজাত জ্ঞানের বিষয় হতে পারে।

5.10.1.1 বর্ণনাজাত জ্ঞান (Knowledge by description)

কোন কোন বিষয়ের সাক্ষাৎপ্রতীতি হয় তা আলোচনা করার পর রাসেল যে-সব বিষয়ের সাক্ষাৎপ্রতীতি হয় না তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ভৌত বস্তু সম্পর্কে আমাদের সাক্ষাৎপ্রতীতি হয় না। ভৌতবস্তু, যেমন টেবিল সম্পর্কে আমরা জানি কিছু বর্ণনার মাধ্যমে। যেমন টেবিল একটি ভৌত পদার্থ যার বর্ণ, আকার, কাঠিন্য, মসৃণতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োপাত্তের কথা আমরা জানতে পারি। সুতরাং টেবিল হল কতকগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ যা থেকে অনুমানের মাধ্যমে একে জানা যায়, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষণে নয়। নিজেকে ছাড়া অন্য মানুষদেরও, এমনকী যাদের সঙ্গে আমরা

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান বর্ণনাজাত। কারণ এসব মানুষদের অবস্থানও ভৌত বস্তুর মতোই, তাদের সম্বন্ধেও আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে অনুমানের সাহায্যে জানতে পারি। এখানে লক্ষ করার বিষয়, রাসেল মনে করেন আমাদের পরিচিতির বাইরে কোনো কিছু সম্পর্কে আমরা কথা বলতে পারি না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভিত্তিতে সরাসরি বা অনুমানের সাহায্যে আমরা যা জানি তার সম্পর্কেই আমরা কথা বলতে পারি। তাহলে সমস্যা হল : যাদের সম্পর্কে সাধারণ অর্থে আমাদের পরিচিতি নেই, ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকে না, যেমন 'জুলিয়াস সিজার', তাদের সম্পর্কে জানব কীভাবে? রাসেলের উত্তর স্পষ্টতই বর্ণনার মাধ্যমে। যেমন, 'জুলিয়াস সিজার হল এমন একজন যিনি রুবিকান নদী পার হয়েছিলেন'। কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিতির বাইরে কোনো কিছু সম্পর্কে কথা বলতে পারি না, সেহেতু উক্ত বাক্যটি 'জুলিয়াস সিজার সম্পর্কে'—একথা বলা যায় না, যদিও জুলিয়াস সিজার উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য পদ। রাসেল বলেন—Every proposition which we can understand must be composed wholly of constituents with which we are acquainted. আমাদের বোধগম্য প্রতিটি বাক্য এমন পদ দিয়ে গঠিত যেগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুতরাং উক্ত বচনটি, যা আপাতদৃষ্টিতে জুলিয়াস সিজার সম্বন্ধে, তা আসলে কিছু ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে (যেমন আমরা জুলিয়াস সম্পর্কে শুনেছি বা পড়েছি)। এজন্য জুলিয়াস সিজার কখনই উক্ত বাক্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য পদ নয়। তাঁর বিখ্যাত বর্ণনাতত্ত্বে (Theory of Description) রাসেল দেখান এধরনের বাক্যকে এমন কিছু বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় যেখানে 'জুলিয়াস সিজার' পদটির উল্লেখ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে রাসেল দু-রকমের বর্ণনার কথা বলেন—**সুনির্দিষ্ট বর্ণনা** (definite description) ও **অনির্দিষ্ট বর্ণনা** (indefinite description)। সুনির্দিষ্ট বর্ণনা হল 'the so-and-so' আকারের বাক্যাংশ, যথা 'গীতাঞ্জলির লেখক'। আর অনির্দিষ্ট বর্ণনা হল 'a so-and-so' আকারের বাক্যাংশ, যথা 'লাল টুপি পরা মানুষটি' কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা একটি এবং কেবলমাত্র একটি বস্তুতেই প্রযোজ্য।

বর্ণনাজাত জ্ঞানের প্রধান গুরুত্ব এই যে, আমরা এই জ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অতিক্রম করতে পারি। যদিও পরিচিত পদগুলির দ্বারা বর্ণনাজাত বাক্য গঠিত হয়, তবুও এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা এমন অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি যা আমরা অন্য কোনো ভাবে লাভ করতে পারতাম না। আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি খুবই সীমিত। তাই এইটুকু লাভের গুরুত্ব অপরিসীম। তা না হলে আমাদের বেশিরভাগ জ্ঞানই সংশয়াত্মক হত।

Scanned with CamScanner